বিশেষ সংখ্যা

বর্ষ ২৫ | সংখ্যা ১২ | ডিসেম্বর ২০১৬

আলাপ

সহজ ভাষার মাসিক পত্রিকা

আলাপ এর ২৫ বছর

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

আলাপ এর ২৫ বছর

২৫ বর্ষ ■ বিশেষ সংখ্যা ১২ ■ ডিসেম্বর ২০১৬

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ড. এম.এহছানুর রহমান

সম্পাদকীয় পর্ষদ
শাহনেওয়াজ খান
চিন্ময় মুৎসুদ্দী
মোঃ সাহিদুল ইসলাম
মমতাজ খাতুন

সহযোগী সম্পাদক
লুৎফুন নাহার তিথি

গ্রাফিক্স ডিজাইন
নাজনীন জাহান খান

সহযোগিতায়
মোহাম্মদ মহসীন
সাজ্জাদ হোসেন
শেখ শফিকুর রহমান
এটিএম ফরহাদ
শামছুল আলম

অলঙ্করণ:
মামুন হোসাইন
মো: জাহিদুর রহমান খান

সূচিপত্র

মূল রচনা:
অব্যাহত শিক্ষায় সহজ ভাষার পত্রিকার ভূমিকা ৩
শিক্ষা বিস্তারে
হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) ৬
পাঠকের লেখা ছড়া ও কবিতা ৭
গল্প: লিফলেট ১০
আলাপ নিয়ে কিছু স্মৃতিকথা ১২
পাঠকের লেখা: গল্পে গল্পে অংক শেখা ১৫
পাঠকের লেখা: গাছগাছালি ও পরি ১৬
রম্য রচনা: ভেজাল সমাচার ১৮
পাঠকের মতামত ২০
আলাপ ব্যবহারকারীদের মতামত ২৪

মূল্য
৩৫ টাকা মাত্র

সম্পাদকীয়

এবারের সংখ্যাটি হাতে পেয়ে নিশ্চয়ই সবাই খুব খুশি। এর একটা বড় কারণ আলাপ ২৫ বছর পার করে দিল। সুখে দুঃখে কেটেছে এই দীর্ঘ সময়টি। তবে সুখের পাল্লাটাই ভারি। কারণ এ পত্রিকা পড়ে আমরা জেনেছি বড় বড় মানুষের কথা। জেনেছি চারপাশের ভালো মন্দ। জেনেছি অপুষ্টি কীভাবে পূরণ করব। নিজেকে কীভাবে সুস্থ রাখব। মাদক থেকে নিজেকে কীভাবে দূরে রাখব। নিরাপদ পানি কোথায় পাব। উদ্‌ভাবনী উদ্যোগ কীভাবে নেয়া যায়, এইডস্ থেকে বাঁচার উপায় কী। আরো জেনেছি শ্রমিকের অধিকার, নারীর অধিকার, আয় রোজগার বাড়ানোর উপায় ইত্যাদি। এর ফলে আমাদের অনেকের জীবন আরো সুন্দর হয়েছে, সুখের হয়েছে।

আলাপের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত হলো বিশেষ সংখ্যা। নিয়মিত সংখ্যায় যা প্রকাশিত হয় তার বাইরে বেশ কয়েকটি লেখা আছে এতে। এ সব লেখায় পুরনো দিনের অনেক কথা জেনে সবাই অবাক হবেন। সেসব কথা লেখা হয়েছে 'আলাপ নিয়ে স্মৃতিকথা' শিরোনামে। ২৫ বছর ধরে একটি পত্রিকা নানা ধরনের সংকট কাটিয়ে এখনও উজ্জ্বল হয়ে আছে। এটা পত্রিকা জগতে একটি বড় ঘটনা।

একটা লেখা অবশ্যই পড়বেন, লেখাটির শিরোনাম 'অব্যাহত শিক্ষায় সহজ ভাষার পত্রিকার ভূমিকা।' এটি পড়লে আপনি বুঝতে পারবেন এ পত্রিকা কেন একটি দামি সম্পদ। এছাড়া আলাপ যারা ব্যবহার করেন তাদের মতামত আছে এবার 'আলাপ ব্যবহারকারীদের মতামত' শিরোনামে।

২৫ বছর পূর্তিতে সকল পাঠক, ব্যবহারকারী ও বন্ধুদের প্রতি রইলো প্রাণঢালা শুভেচ্ছা। একই সঙ্গে কামনা করছি ইংরেজি নববর্ষ ২০১৭ আপনার জন্য বয়ে আনুক সুখ ও সমৃদ্ধি।

অব্যাহত শিক্ষায় সহজ ভাষার পত্রিকার ভূমিকা

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। তখন দেশের অবস্থা আজকের মতো ছিল না। বেশির ভাগ মানুষ লেখাপড়া জানত না।

এ সময়ের একটি বড় কাজ ছিল নিরক্ষর মানুষকে সাক্ষর ও সচেতন করে তোলা। সে লক্ষ্যে শুরু হয় বয়স্ক শিক্ষা। ৬-৯ মাসে মানুষকে সাক্ষর করার উদ্যোগ চলতে থাকে। যার মধ্যে ছিল পড়ালেখা ও হিসাব চর্চা। পাশাপাশি জীবনের জন্য দরকারি বিষয়ে সচেতনতা। যেমন- স্বাস্থ্য, কৃষি, আয়, একতা ও সংগঠন এবং আইন ও অধিকার ইত্যাদি।

এ উদ্যোগের ফলে গ্রামে-গঞ্জে অনেক পরিবর্তন ঘটে। লক্ষ লক্ষ মানুষ সাক্ষরতা অর্জন করে। কিন্তু দেখা যায় বয়স্করা যত তাড়াতাড়ি শিখে, তত তাড়াতাড়ি ভুলে যায়। এর মূল কারণ নিয়মিত চর্চা ও সুযোগের অভাব।

এই অবস্থায় শুরু হয় সাক্ষরতা দক্ষতাকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা। শুরু হয় অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচি। প্রথমে এটি খুব সীমিত ও ধীরগতির ছিল। সময়ের সাথে সাথে অবস্থা বদলাতে থাকে। শুরু হয় নতুন ও স্বল্প সাক্ষরদের জন্য নানা রকমের পাঠাগার। যেমন- বাক্স লাইব্রেরি, গণকেন্দ্র, লোককেন্দ্র, সামাজিক শিক্ষাকেন্দ্র, অব্যাহত শিক্ষা কেন্দ্র ইত্যাদি।

এসব পাঠাগারে চর্চার জন্য তৈরি হতে থাকে পড়ার উপকরণ। কিন্তু সেগুলো চাহিদা পূরণ করার মতো যথেষ্ট ছিল না। তাই যারা ভালো পড়তে পারতো, তারা অল্প দিনেই বইগুলো পড়ে ফেলত। বাজারের বইও সেখানে দেয়ার মতো ছিল না। কারণ পাঠকদের পড়ালেখার দক্ষতা ছিল কম।

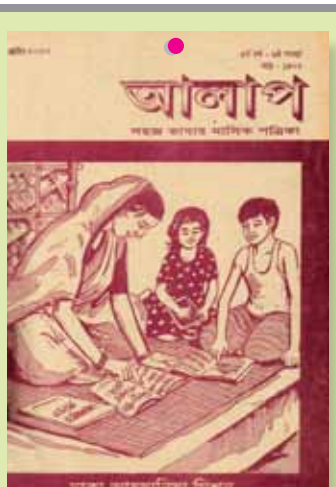

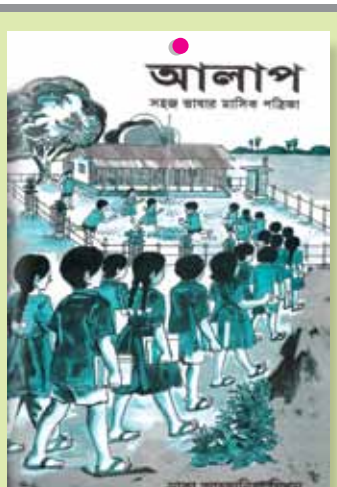

এই অবস্থায় চিন্তা করা হয় নিয়মিত কোনো উপকরণের। যেমন- পত্রিকা বা ম্যাগাজিন। যা নতুন সাক্ষরদের দক্ষতা অনুযায়ী তৈরি হবে। এভাবে যাত্রা শুরু হয় সহজ ভাষার পত্রিকার। সাক্ষরতা নিয়ে যারা কাজ করতো, তারাই এগুলো প্রকাশ করতো। কেউ কেউ এখনও করছে। যার মধ্যে অন্যতম একটি পত্রিকা হলো- আলাপ। এটি প্রকাশ করে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। দেখতে দেখতে আলাপের বয়স ২৫ হয়ে গেছে। যে সংখ্যাটি আমরা এখন পড়ছি তা হলো বর্ষ ২৫, সংখ্যা ১২।

আলাপ কী ধরনের পত্রিকা

পত্রিকা বললে আমাদের চোখে কী ভাসে? বড় কাগজে ছোট ছোট অক্ষরে ছাপা নানা খবর বা বার্তা। যা প্রতিদিন সকালে বের হয়। যেগুলিকে আমরা দৈনিক পত্রিকা বলি। তবে কিছু পত্রিকা ১ সপ্তাহ পর পর বের হয়। যাকে আমরা বলি সাপ্তাহিক পত্রিকা। আর যেগুলো ১ মাস পরপর বের হয় তাকে বলি মাসিক পত্রিকা। আলাপ প্রতিমাসে বের হয়। এটি একটি মাসিক পত্রিকা।

আলাপ সাধারণ পত্রিকার মতো নয়। এটি ম্যাগাজিন বা শিশুদের বড় সাইজের বইয়ের সমান। কিন্তু পৃষ্ঠা মাত্র ১৬টি। তার মধ্যে লেখার আকারও বড় বড়।

আলাপ কীভাবে তৈরি হয়

পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী আলাপ এর লেখা তৈরি করতে হয়। এই পাঠক হলো, কম লেখাপড়া জানা কিশোর কিশোরী ও বয়সী মানুষ। অক্ষরের আকার বড় বড়। যাতে বয়স্করা সহজে পড়তে পারে। বাক্য বা কথাগুলো হয় ছোট ছোট। যেন পাঠকের বুঝতে অসুবিধা না হয়। শব্দগুলো হয় সহজ ও পরিচিত। লেখার প্রতিটি অংশ হয় ছোট ছোট। ৬ থেকে ১০ লাইনের মধ্যে। যাতে পাঠক পড়তে ভয় না পান। আগ্রহ হারিয়ে না ফেলেন। লেখার সাথে ছবিও থাকে। পত্রিকার বিষয়ও হয় পাঠকের জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তবে কিছু কিছু অজানা বিষয়ও থাকে। যেগুলো পাঠকের জানা দরকার। তবে আলাপে শুধু উপদেশ মূলক বার্তাই থাকে না। সেই সাথে আনন্দ বিনোদনের কথাও থাকে।

আলাপ এর পথ চলা

আলাপের যাত্রা শুরু ১৯৯১ সাল থেকে। প্রথম দিকে বাংলা সন অনুযায়ী আলাপ ছাপা হতো। প্রথম সংখ্যাটি বের হয় সাপ্তাহিক পত্রিকার মতো বড় সাইজে। পরবর্তীতে বই বা ম্যাগাজিন এর মতো করে পত্রিকা প্রকাশ শুরু হয়। যা আজও চলছে। তবে ভেতরে অনেক পরিবর্তন

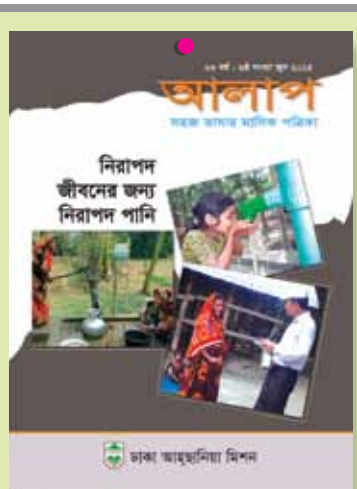

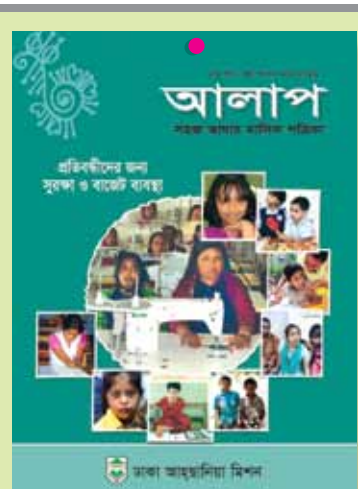

এসেছে। যেমন- প্রথমে এক রঙে কম দামি নিউজপ্রিন্ট কাগজে ছাপা হতো। তারপর দুই রং। বর্তমানে আলাপ উন্নত কাগজে ৪ রঙে ছাপা হচ্ছে।

বিষয় নির্বাচনে ও পরিবর্তন এসেছে। যখন যে বিষয়টি জানানো দরকার তখন তা দিয়েই মূল লেখা তৈরি করা হচ্ছে। যেমন- বর্তমানে জানার জরুরি বিষয় হলো- কারিগরি শিক্ষা। জলবায়ু ও পরিবেশ অথবা নিরাপদ পানি ইত্যাদি। এভাবে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ প্রকাশ হয়। এছাড়া অন্যান্য দিকগুলো আগের মতোই থাকছে। যেমন- গল্প, সফল কাহিনী, পাঠকের লেখা, ছড়া কবিতা ও ধাঁধা ইত্যাদি।

আলাপ-এর ব্যবহারকারী

আলাপ এর ব্যবহারকারী কম লেখাপড়া জানা মানুষ। তাই এটি মিশনের বিভিন্ন প্রকল্পে ব্যবহার হয়। ব্যবহারের মাধ্যম হলো গণকেন্দ্র, শিশু শিক্ষা কেন্দ্র ইত্যাদি। তবে এর বাইরেও বিভিন্ন সংস্থা তাদের প্রকল্পে আলাপ ব্যবহার করেন। এর উদাহরণ সরকারের পিএলসি বা মানব উন্নয়নের জন্য অব্যাহত শিক্ষা কেন্দ্র। দেশের ২৯টি জেলায় বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে এসব কেন্দ্রে আলাপ ব্যবহার করা হয়েছে।

আলাপ কীভাবে লেখাপড়া জানা মানুষকে সাহায্য করছে

- গ্রামীণ পরিবেশে যেখানে পড়ার চর্চা কম, সেখানে আলাপ মানুষকে পড়া চর্চায় সাহায্য করছে।
- গণকেন্দ্র বা লাইব্রেরিতে নিয়মিত কিছু পড়ার সুযোগ করে দিচ্ছে।
- সহজ ভাষার কারণে কম লেখাপড়া জানা মানুষ পড়তে পারছে। যার মাধ্যমে তাদের পড়ার দক্ষতা টিকে থাকছে।
- পত্রিকায় লেখার সুযোগ থাকায় আগ্রহীরা লেখা চর্চার সুযোগ পাচ্ছে।
- গণকেন্দ্রে দলে বসে পড়তে ও আলোচনা করতে পারছে।
- অনেক ক্ষেত্রে পত্রিকার জন্য নিজের মতামত দিতে পারছে।

দেখতে দেখতে আলাপ এর বয়স ২৫ বছর হয়ে গেলো। নানা বাধা পেরিয়ে আলাপ মানুষের কথা বলতে বলতে এগিয়ে চলছে। আলাপ এর পথ চলার সাথী সবাইকে শুভেচ্ছা। শুভেচ্ছা ব্যবহারকারী, পাঠক, লেখক, ও শিল্পীদের।

মোহাম্মদ মহসীন
সহকারী পরিচালক, প্রশিক্ষণ ও উপকরণ উন্নয়ন বিভাগ
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

শিক্ষা বিস্তারে
হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ)

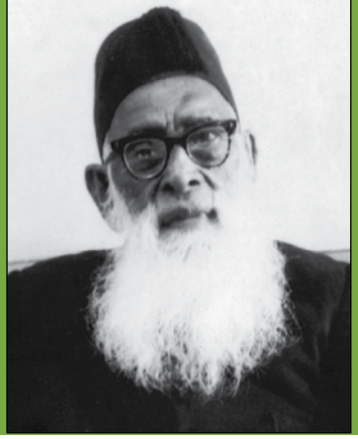

কিছু কিছু মানুষ জন্ম নেন- অন্য মানুষের জন্য। মানুষের দুঃখ মোচনের জন্য। মানুষকে পথ দেখাবার জন্য। তাঁরা সাধারণ মানুষের চেয়ে বড়। আমরা যাদের বলি মহামানব। তেমনি একজন মহামানব ছিলেন- হযরত খান বাহাদুর আহছানউল্লা (র.)

তাঁর জন্ম এই ডিসেম্বর মাসে। ১৭৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসের এক শনিবারে। জন্ম সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ থানার নলতা গ্রামে। কর্মজীবনে চাকুরি করেছেন শিক্ষা বিভাগে। শুরু করেন শিক্ষকতা দিয়ে। শেষ করেন বাংলা ও আসাম সরকারের সহকারী জন শিক্ষা পরিচালক হিসাবে। শিক্ষা বিভাগে কাজ করতে গিয়ে তিনি মানুষের উন্নয়নে শিক্ষার গুরুত্ব অনুভব করেন। তাই শিক্ষার উন্নয়ন ও বিস্তারে এমন কোনো কাজ নেই, যা তিনি করেননি।

তিনি শিশুদের জন্য বই লিখেছেন। শিক্ষকদের জন্য তৈরি করেছেন ট্রেনিং ম্যানুয়েল। যুবকদের দিয়ে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা করেছেন। তৈরি করেছেন- স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও হোস্টেল। ছাত্রদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করেছেন। বৈষম্য দূর করার জন্য পরীক্ষায় নামের বদলে রোল নাম্বার চালু করেছেন। নারী শিক্ষার জন্য কাজ করেছেন। মানুষকে আলোকিত করার জন্য লিখেছেন বিভিন্ন বিষয়ে ১০২টি বই। এছাড়াও লেখক তৈরির জন্য প্রতিষ্ঠা করেন- মখদুমী লাইব্রেরী। এর সবই ছিলো উন্নত মানুষ গড়ে তোলার জন্য। আমরা যাকে বলি শিখন সমাজ গঠন।

এখানেই শেষ না। ১৯৩৫ সালে মানব কল্যানের জন্য তিনি প্রতিষ্ঠা করেন- আহ্ছানিয়া মিশন। যার মূলমন্ত্র স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা। পরবর্তীতে ১৯৫৮ সালে তিনি গড়ে তুলেন- ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন তাঁর চিন্তা ও আদর্শকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য কাজ করছে। বিশেষ করে শিক্ষা বিস্তারে মিশন নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

মিশন ৮০ সাল থেকে নিরক্ষর বয়স্ক ও কিশোর কিশোরীদের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। বয়স্ক ও শিশু কিশোর কিশোরীদের জন্য তৈরি করে শত শত উপকরণ। যেমন এই আলাপ পত্রিকাও তার বাইরে নয়। মিশন চালু করে ঝরে পড়া শিশুদের জন্য মাল্টিগ্রেড শিক্ষা পদ্ধতি। তৈরি করে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষক, প্রশিক্ষণ কলেজ ও কারিগরি শিক্ষা কেন্দ্র।

আমরা আশা করি হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এর এই স্বপ্ন একদিন বাস্তবায়িত হবে। দেশের সব মানুষ সাক্ষর হবে। আদর্শ মানুষ হয়ে আদর্শ দেশ গড়ে তুলবে।

মোহাম্মদ সাহিদুল ইসলাম
টিম লিডার, শিক্ষা, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

স্বাধীন দেশ

সোনার মতো ছেলে
মাকে সেদিন ফেলে
অস্ত্র হাতে

আঁধার রাতে
লড়তে গেল লড়তে গেল
সাহস নিয়ে বুকে
শত্রুসেনা রুখে।

বেশ করেছে
শেষ করেছে
দেশ করেছে মুক্ত
তাইতো দেশের নামের আগে
স্বাধীন কথা যুক্ত।

আনজীর লিটন
শিশু সংখ্যা-১, ১৯৯৫

মহান বিজয় দিবস

মোরা বাংলাদেশী
মোরা বাংলাভাষী,
এনেছি জয় কুড়িয়ে
রক্তের বানে ভাসি।

২৫শে মার্চ কালরাতে
ঝাঁপিয়ে পড়ল পাকসেনা
রক্ত দিয়ে,বীর বাঙালি
মেটাল বাংলা মায়ের দেনা।

গুলি খেয়ে প্রাণ দিয়ে
স্বাধীন করল যারা দেশ।

তাঁদের ঋণ কোনো দিন
বাংলার বুকে হবে না শেষ।

মোছাঃ শানজিদা পারভীন (সেতারা)
ফনিমনসা দল, প্রসাদপুর, ডোয়াইল,
সরিষাবাড়ি, জামালপুর

স্বাধীনতা

পঁচিশ মার্চের কাল রাত্রি
ভোলা কী যায়?
প্রাণ হারালো সোনার ছেলে
মিটাল জন্মের দায়।

তাঁদের রক্তের বিনিময়ে
পেলাম স্বাধীনতা
তাইতো এই ত্যাগের কথা
হৃদয়ে আছে গাঁথা।

মোছা: আখি আক্তার (পুতুল)
শান্তিরক্ষা গণকেন্দ্র, চৌগাছা, যশোর। ২০১০

গণকেন্দ্রের ছড়া

১৬ হাত আর ৮ হাত ঘরটি গণকেন্দ্র,
শিউলি আপা সেইখানেতে যেন মানবেন্দ্র।
বিশাল একটি তথ্য বোর্ড আছে তথ্যে ভরা,
দেয়লিকাতে লেখা আছে সদস্যদের ছড়া।
বইপত্র আর পত্রিকাতে র‍্যাকটি হরেক সাজে,
আমরা সবাই কেন্দ্রে আসি দুইটা যখন বাজে।
কেউবা পড়ে বইপত্র আর কেউবা করে খেলা,
এমনি ভাবে প্রতিদিন কাটে মোদের বেলা।
মাঝে মাঝে আসেন আবার নামটি ফজলু ভাই,
কেমন ভাবে চলছে কেন্দ্র তা দেখে যাই।
বেঁচে থাকো শিউলি আপা অপরাজিতা নিয়ে
ধন্য হলাম আমরা সবাই গণকেন্দ্র পেয়ে।

অপরাজিতা গণকেন্দ্রের সকল সদস্য
হামিদপুর, যশোর।
৯ম বর্ষ: ৮ম সংখ্যা, আগস্ট ২০০০

গণকেন্দ্র

সারাবেলা কাজের শেষে
গণকেন্দ্রে যাই
গণকেন্দ্রে গিয়ে মোরা
খুব আনন্দ পাই।
সারাদিন আমরা যখন
কাজে থাকি ব্যস্ত
গণকেন্দ্রের শিক্ষাগুলো
সদায় মনে রাখি।
নতুন কিছু শেখার জন্য
গণকেন্দ্রে যাই
দেশ-বিদেশের নানান খবর
আমরা জানতে পাই।
জানতে পারি পুষ্টি কথা
রান্না-বান্নার তথ্য।
এই কারণে গণকেন্দ্রের
আমরা সবাই ভক্ত।

ফারুক
স্মৃতি গণকেন্দ্র, বাদেখানপুর, চৌগাছা, যশোর
১১তম বর্ষ: ৩য় সংখ্যা, মার্চ ২০০২

আলাপ পত্রিকা

জীবন গড়ার দিশা তুমি
তুমি আশার আলো,
তোমায় পেয়ে শুধরে নিই
মনের যত কালো।

নতুন নতুন লেখা নিয়ে
আসো সবার মাঝে,
তোমায় পেয়ে সবার মন
আনন্দের সাজ সাজে।

আরও ভালো লেখা চাই
আমরা তোমার কাছে,
আলাপ তুমি সারা জীবন
থেকো সবার পাশে।

রাজিয়া, রূপসা গণকেন্দ্র
১৭ বর্ষ: ১০ম সংখ্যা, অক্টোবর ২০০৮

একুশের প্রথম গান

ভুলব না, ভুলব না একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলব না
লাঠি, গুলি আর টিয়ার গ্যাস, মিলিটারী আর মিলিটারী।
ভুলব না ॥

রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই এ দাবীতে ধর্মঘট,
বরকত সালামের খুনে লাল ঢাকার রাজপথ-
ভুলব না ॥

স্মৃতিসৌধ ভাঙ্গিয়াছে জেগেছে পাষাণে প্রাণ,
মোরা কি ভুলিতে পারি খুনে রাঙা জয় নিশান?
ভুলব না ॥ বাংলার বুকে হবে না শেষ।

গাজীউল হক
প্রথম তিন বছর অর্থাৎ ১৯৫৩, ১৯৫৪, ১৯৫৫ সালে একুশের গান হিসাবে এই গানটি গাওয়া হত। পরে আবদুল গাফফার চৌধুরীর লেখা 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি' এই গানটি একুশের গান হিসাবে গাওয়া শুরু হয়।
এই গানটিতে সুর দেন আলতাফ মাহমুদ।
সংগ্রহ: ইমরুল ইউসুফ, বর্ষ ১২, ২য় সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ২০০৩

শীতের বুড়ি

হিম শীতের বার্তা নিয়ে
এল শীতের বুড়ি
চলে সবাই কেঁপে কেঁপে
গায়ে চাদর মুড়ি।
কুয়াশা ঝরা সকাল বেলা
সুর্যি মামা আসে
মিষ্টি রোদে ঝলমল করে
শিশির দূর্বাঘাসে।
শাক সবজি পিঠা পুলি
আর খেজুর রস হলে
শীতের কষ্ট মন থেকে
ধুয়ে মুছে যায় চলে।

মোছা: হাবিয়া খাতুন, পরাগ গণকেন্দ্র
১৯তম বর্ষ: ১ম সংখ্যা, জানুয়ারী ২০১০

যুবদের ভাবনা

যুবদের ভাবনা হবে আজ
সুন্দর বাংলাদেশ গড়া।

যুবদের ভাবনা হবে আরো
বেআইনী কাজ না করা।

যুবদের ভাবনা আর কাজ
শিশু শ্রম বন্ধ করা।

যুবদের ভাবনা থাকতে হবে
বাল্য বিবাহ বন্ধ করা।

যুবদের ভাবনা রইবে আজ
শিশু পাচার বন্ধ করা।

যুবদের ভাবনা হবে এখন
সমাজের দূর্নীতি দূর করা।

যুবদের ভাবনা হবে আজ
প্রবীণদের জন্য সু-ব্যবস্থা করা।

যুবদের ভাবনা হবে আরো
অসহায় মানুষদের সহায়তা করা।

মোসাঃ হেপী বেগম
কমিউনিটি ভলান্টিয়ার, শান্তা গণকেন্দ্র
ফুলঝুড়ি, বরগুনা
২৩তম বর্ষ: ৫ম সংখ্যা, মে ২০১৪

লিফলেট

মইন উদ্দিনের মনটা বেশ ফুরফুরে। মাঠ জুড়ে ধান গাছ। যেদিকে চোখ যায় শুধু সবুজ ধান। আমন ধান। বাতাসে ধান গাছের মাথাগুলো কেমন নুয়ে আসে। বন্ধুর মতো আরেকগাছের দিকে গলা বাড়িয়ে দেয়। দেখতে দেখতে ঘোর লাগে মইন উদ্দিনের। যত দেখে ততই আনন্দ হয় তার।

বিকাল গড়িয়েছে। এখন বাড়ি ফিরতে হবে। ফিরতে হবে সমিতি ঘরের পাশ দিয়ে। সমিতি ঘর মানে ছোট একটি চালা ঘর। সন্ধ্যায় সেখানে তাদের গ্রামের অনেকেই আসে। আসে প্রতিবেশী ইউনুস আলী। মহরম আলী আরো অনেকে। নিজে সারাদিন ব্যস্ত থাকে। তাই ইউনুস আলীরা কেন আসে তা কখনো ভেবে দেখেনি। জিজ্ঞেসও করেনি।

আজ সে পথে যেতেই দেখা ইউনুস আলীর সাথে। তার হাতে বই আর খাতা। মইন উদ্দিনের হাসি পায়। একটু এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, ইউনুস, যাও কোমবে?

তাকে দেখে ইউনুস যেন কিছুটা লজ্জা পায়। হাতের বই খাতা লুকোতে যায়। সেটি দেখে মইন উদ্দিনের আরো হাসি পায়। বলে, কি গুড়াগাড়ার মতো ইসকুলে ভর্তি হইসো?

ইউনুস লাজুক হাসি হাসে। বলে, হ।

ব্যাডা এই বয়সে লেহাপড়া কইরা কোন কামে আইবে? আবারো জিজ্ঞেস করে মইন উদ্দিন। তার গলায় কিছুটা বিদ্রুপের টান।

কাম আর কী? বিয়াল বেলায় বইসা থাকি। ভাবলাম, মুইও এট্টু লেহাপড়া করি।

আর কথা বাড়ায় না মইন উদ্দিন। তাড়া আছে। বাজারে যেতে হবে।

সপ্তাহ খানেক পরের কথা। সব আমন চাষীর মাথায় হাত । ধানে পোকা লেগেছে। সবাই বলে গাছ ফড়িং। গাছের গায়ে লেপটে থাকে পোকাগুলো। ফলে ডগমগে শীষে অসময়ে হলুদ রং ধরেছে। মইন উদ্দিনের জমি, ইউনুস আলীর জমি সবার ক্ষেতে একই অবস্থা।

বাজারের কাছে বড় বট গাছ। তার নিচে গ্রামের সব আমনচাষী। সেখানে মইন উদ্দিন, ইউনুস আলীও এসেছে। ইউনুস আলী আজ কৃষি অফিসে গিয়েছিল। অফিস থেকে তাকে নানা পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সে সাথে দেয়া হয়েছে বেশ কিছু লিফলেট। তাতে লেখা আছে ধানে পোকার আক্রমণ হলে কী করতে হয়। ইউনুস আলী সহ আরো দুএকজনের হাতে সেই লিফলেট। ইউনুস আলী একটা লিফলেট মইনউদ্দিনের হাতে দেয়। আরেকটি লিফলেট নিজেই জোরে জোরে পড়তে থাকে।

মইন উদ্দিন অবাক চোখে ইউনুস আলীকে দেখে। ইউনুস আলী আগে লেখাপড়া জানত না। এখন কেমন গড় গড় করে কাগজের লেখা পড়ছে। মইন উদ্দিন তার হাতের লিফলেটটি চোখের সামনে মেলে ধরে। লিফলেট-এর লেখা কিছুই বুঝতে পারে না। তার কাছে সব কেমন ঝাপসা হয়ে ওঠে। সে শিশুর মতো কাঁদতে থাকে।

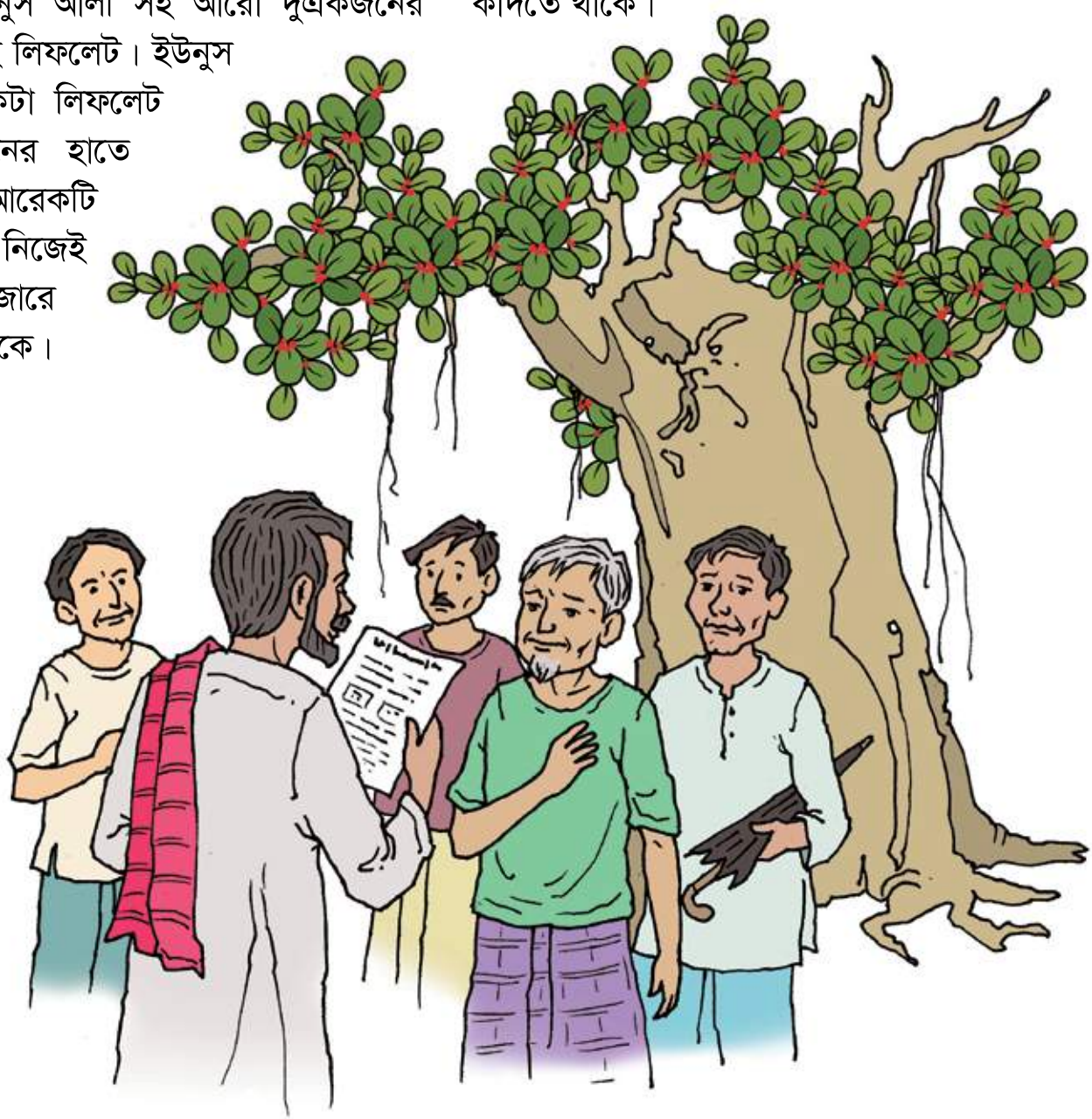

গোলাম ফারুক হামিম
প্রকল্প পরিচালক, ইউনিক-২ প্রকল্প

মনে পড়ে প্রথম আলাপ প্রকাশের কথা

মনে পড়ে সেই দিনগুলোর কথা। ১৯৯১ সালে যখন প্রথম আলাপ ছাপা হলো। এখনও স্মৃতিগুলো রঙে রঙে ভেসে ওঠে। মনে পড়ে যায় সেই ভাবনাগুলো। কী লিখব, কীভাবে লিখব, কতটুকু লিখব?

যারা পড়বেন তাদের কী জানা দরকার? শুধু কি লেখাপড়া? এর সাথে কি গল্পও থাকবে? কিছু কৃষিকাজ, রান্না-বান্না তাও কি থাকবে? আর কৌতুক? স্বাস্থ্যসেবা, সেতো খুবই জরুরি। ভীষণ চাপ, কোনটা রেখে কোনটা দিই। যারা পাঠক তাদের মতামত একটু নিলে কেমন হয়? যেমনি হোক, একটা রূপরেখা নিয়ে তবেই প্রকাশ হতো প্রতিটি আলাপ সংখ্যা। কিন্তু এখন দিন বদলেছে। এখন অভিজ্ঞতা আর নতুন চাওয়া এদুটোকে মিশিয়ে চলতে হবে ভবিষ্যতের পথে। আনতে হবে প্রাণের ছোঁয়াও। সাথে থাকবে হাসি আর জ্ঞানের খেলা। যা আলাপকে নিয়ে যাবে শতবর্ষের গর্বিত দিনে।

উম্মে ফারওয়া ডেইজি, পরামর্শক, বিশ্বব্যাংক

আবার বছর ২৫ পরে

ছোটবেলা থেকেই নাটক, গল্প, ছড়া-কবিতা লেখা ছিল আমার স্বপ্ন ও নেশা। তবে, বছর ২৫ আগে সে স্বপ্ন নিজের অজান্তেই পাল্টে যায়। নব্যসাক্ষরদের জন্য লেখা দিয়ে শুরু হয় এর যাত্রা। এ বিষয়ে আমার প্রথম ও প্রধান প্রেরণা ছিল ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন। ধীরে ধীরে অন্যান্য বিষয়ের সাথে আমার লেখার প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে– শিক্ষা ও সাক্ষরতা।

আমি যখন কাজটি করতাম তখন নব্যসাক্ষরদের জন্য এ-ধরনের পত্রিকা তেমন ছিলনা। নব্যসাক্ষরগণ বুঝতে পারেন এবং পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারেন– আলাপের লেখা তৈরিতে এটাই মূল ভাবনা ছিল। 'আলাপ'-এর মূল ভাবনা ও প্রথম গ্রন্থনা আমার-ই হাতে। এটা ভেবে এখন বেশ আনন্দ ও গর্ব অনুভব করছি। তবে, মিশন কর্তৃপক্ষের অনুপ্রেরণা ও দিক নির্দেশনা না পেলে এ 'আলাপ' আলোর মুখ দেখতো কি-না সন্দেহ আছে। নব্য-সাক্ষরদের জন্য সহজ ভাষায় লেখা আমার পেশাগত জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে।

আবার বছর ২৫ পরে, 'আলাপ'-এর সাথে হবে দেখা! ভেবে শিহরিত আমি!!

সিরাজুদ দাহার খান, নির্বাহী প্রধান, ইন্টার‍্যাক্‌শন

আমি কেন লিখি

অল্প লেখাপড়া জানা পাঠকদের জন্যই আমি বেশি লিখি। পাঠকদের আনন্দ-বেদনা, তাদের সচেতনতা ও উন্নয়নের বিষয় নিয়ে আমি লিখতে চেষ্টা করি। সাধারণত গল্প, ছড়া, কবিতা, বিষয়ভিত্তিক আলোচনা এসবই আমি লিখি।

ছোটবেলায় খুব বই পড়তাম। বড় বড় লেখকদের বই পড়ে, তাদের মতো করেই লেখার চেষ্টা শুরু করি। উন্নয়ন কাজে যোগ দিয়ে দেখলাম, এখানেও লেখার সুযোগ আছে। তাই টুকটাক লিখতে থাকলাম। মনের আবেগ থেকেই আমি আলাপ-এ লিখি। আলাপ পত্রিকায় অন্যরা যা লেখে না, আমি সে-সব বিষয়ে লিখতে চেষ্টা করি। লিখতে আমার ভালো লাগে।

আমি মনে করি, নিয়মিত চর্চা করলে যে কেউ ভালো লেখক হতে পারে। সহজ ভাষায়ও লিখতে পারে। তবে লেখার সময় পাঠকদের মনের খোরাক এবং সময়ের চাহিদা পূরণের কথাটি বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার।

তপন কুমার দাশ, উপ-পরিচালক, গণসাক্ষরতা অভিযান

আলাপ নিয়ে আমার আলাপন

নব্যসাক্ষরদের জন্য লিখতে গেলে অনেক চিন্তা ভাবনা করে লিখতে হয়। সহজ শব্দ নির্বাচন। বাক্য গঠন, বাক্য ও অনুচ্ছেদের সীমা নির্ধারণ। এ সব কিছুকেই বিবেচনায় রাখতে হয়। বরাবরই মনে হয়েছে এগুলোই হচ্ছে নব্যসাক্ষরদের জন্য লেখার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। কেননা ছাপা কোনো বিষয় একজন নব্য সাক্ষর বুঝতে না পারলে সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়ে পড়ে।

আমি সবসময়ই জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যগুলোকে পাঠকদের কাছে উপস্থাপন করতে চেষ্টা করতাম। যে তথ্য থেকে একজন নব্যসাক্ষর জানবে ও বুঝবে। একই সাথে তার ভেতরের চিন্তা চেতনা আরও বিকশিত হবে। পাশাপাশি কিছু পারিবারিক ও সামাজিক দক্ষতা অর্জন করবে। যা পাঠকের জীবনকে আরও দক্ষ ও উন্নত করবে। আলাপ-এ লেখার মধ্যে দিয়ে মানুষের প্রতি যে দায়বদ্ধতা তার কিছুটা হলেও পালন করা সম্ভব হয়েছে। এ দায় সর্বদা, আমাদের সবারই এ দায় পরিশোধ করা উচিত।

আলাপের লেখায়, কোনো প্রলাপ নয়- মিষ্টি শব্দ ও বাক্যের যথার্থ আলাপন থাকতে হবে।

জাহিদ রহমান, ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক ও গবেষক

জনপ্রিয়তার জন্য লিখবেন না...

আলাপ নতুন লেখাপড়া জানা মানুষদের জন্য একটি পত্রিকা। ডাম-এ চাকরি করতে গিয়ে এই পত্রিকা প্রকাশের দায়িত্ব পাই। আলাপ প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল তিনটি; ১. বিনোদন ২. পড়ার দক্ষতা বৃদ্ধি ও ৩. জীবনব্যাপী শিক্ষা। আলাপের পাঠক ছিল বয়স্ক, নব্যসাক্ষর কিশোর, কিশোরী ও শিশু । সুতরাং তিন ধরনের পাঠকের জন্য প্রতি সংখ্যায় নতুন নতুন বিষয় নির্বাচন ছিল একটি কঠিন কাজ। তার উপর বিষয়গুলোকে সহজ করে লিখতে হবে। বিষয়ের সাথে মিলিয়ে ছবি আঁকতে হবে।

আলাপ-এর জন্য লেখা তৈরিতে আমার লক্ষ্য ছিলো প্রতিটি সংখ্যা যেন ভিন্ন হয়। সুতরাং প্রতিটি লেখাকে সেভাবে সাজানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। যাতে কোনো জটিলতা না থাকে। কথাগুলো যেন সহজ হয়। অপ্রাসঙ্গিক না হয়।

আমার বয়স তখন অল্প ছিল। সেই বয়সে দায়িত্ব নিয়ে এরকম একটি পত্রিকা বের করা ছিল খুব উত্তেজনাকর ব্যাপার। প্রথম সংখ্যা বের করার পর সবাই বেশ প্রশংসা করেছিলেন। তারপর প্রতিনিয়ত এক সংখ্যা থেকে পরের সংখ্যাকে আরো সুন্দর করে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। লেখা সম্পাদনা শিখেছি। সে অনুভূতি মনে রাখার মতো।

রফিকুল ইসলাম সাথী, এডুকেশন অফিসার,
রাজশাহী/রংপুর বিভাগ, ইউনিসেফ

আমি লিখতে ভালবাসি

আমি লিখতে ভালবাসি। তাই আলাপে লিখতাম গল্প। লিখতাম মজার কোনো ঘটনা। লিখতাম নব্যসাক্ষরদের উন্নয়ন ও উন্নতির জন্য নানান কাহিনী। লেখার সময় ভাবতাম, নব্যসাক্ষরগণ আমার লেখাটি পড়বেন। পড়ে আনন্দ পাবেন। এর মাধ্যমে তাঁদের লেখাপড়ার ক্ষমতাটা চালু রাখবেন। সেই সাথে জানবেন নতুন কিছু জ্ঞান। শিখবেন কিছু জিনিস - যা জীবনের জন্য দরকার।

আমি তাঁদের উপকারে আসছি সেটা আনন্দের। ঐ আনন্দের দোলাটা সবার মতো আমার মনেও লাগতো।

নব্যসাক্ষরদের জন্য সহজ ভাষায় লেখার কাজটি সহজ নয়। তবুও আমি চেষ্টা করি সহজ করে লিখতে। তাদের মতো করে সহজ কথায়। নব্যসাক্ষরগণ আমার লেখা পড়েছেন, ভাবতে ভালো লাগে। লেখক হিসেবে এটাই সুখ, পরম পাওয়া। সাক্ষরতা উন্নয়নকর্মী হিসেবে এটাই সার্থকতা।

শহীদুল্লাহ শরীফ, প্রোগ্রাম স্পেশালিস্ট, বিআইইডি, ব্রাক

আলাপ এর পুরাতন সংখ্যা থেকে সংগৃহিত

গল্পে গল্পে অংক শেখা

শান্তিপুর গ্রাম। এই গ্রামে অনেক লোকজন বাস করে। গ্রামটিতে একটি ছোট বাগান আছে। এ বাগানে ছোট বড় অনেক গাছ আছে। যেমন- আম গাছ, কাঁঠাল গাছ, জাম গাছ, আমড়া গাছ, পেয়ারা গাছ ইত্যাদি।

এসব গাছে অনেক পাখি আসে এবং গাছের ডালে বসে পাখিরা বিশ্রাম করে। একদিন দেখা গেল কিছু পাখি কাঁঠাল গাছে এবং কিছু পাখি আমড়া গাছের ডালে বসে আছে। এমন সময় কাঁঠাল গাছে বসা পাখিরা আমড়া গাছের বসা পাখিদের ডাকল। তারপর বলল, তোমাদের দল থেকে একজন এলে আমরা দ্বিগুণ হব। তখন আমড়া গাছে বসা পাখিরা বলল, তোমাদের দল থেকে একজন এলে আমরা তোমাদের সমান হব।

পড়ুয়ারা, এখন আপনাদের মাথা খাটিয়ে বলতে হবে, দুই গাছে মোট কয়টি পাখি ছিল। আর কাঁঠাল গাছে কয়টি এবং আমড়া গাছে কয়টি পাখি বসা ছিল?

রিপা সরকার
কুমারী ইছামতি সরকার, মেঘনা গণকেন্দ্র, ঘোনা, সাতক্ষীরা
১২ বর্ষ: ৩য় সংখ্যা, মার্চ ২০০৩

আলাপ এর পুরাতন সংখ্যা থেকে সংগৃহিত

গাছগাছালি ও পরি

সুন্দর সবুজ বন। এই বনে অনেক জীবজন্তু ও পশুপাখি বাস করে। আর বাস করে একটি পরি। একদিন কাঠুরেরা বনের গাছ কাটছিল। তখন একটি পরি গাছ থেকে নিচে নেমে এল।

পরাণ কাঠুরের মেয়ের নাম ময়না। ময়না তার বাবার সাথে আজই প্রথম বনে এসেছে। ময়না পরিকে দেখে খুব ভয় পেল। পরি ময়নাকে বলল, তোমার নাম তো ময়না। আমাকে দেখে ভয় পেয়ো না। আমি তোমার বাবার কোনো ক্ষতি করব না। তবে একটি কথা বলি, মন দিয়ে শোন।

তোমার বাবাসহ সবাইকে বলে দেবে, আর গাছ না কাটতে। কারণ গাছ কাটলে পশুপাখির থাকার জায়গা থাকবে না। আমার থাকার কোনো জায়গা থাকবে না। মানুষ বাতাস পাবে না। বৃষ্টি পাবে না। আর কেউ যদি একটি গাছ কাটে তবে তাকে দুটি গাছ লাগাতে বলবে। তা না হলে তোমাদের খুব ক্ষতি হবে।

ময়না বাড়ি এসে তার পরিচিত সবাইকে একথা বলল। কিন্তু তার কথা কেউ বিশ্বাস করল না। তারপর ময়না রাজার বাড়িতে গেল। রাজাও ময়নার কথা শুনল না। বরং রাজা বনের বাকি সব গাছ কেটে ফেলার নির্দেশ দিল। কারণ আগামী বছরের শুরুতেই রাজার মেয়ের বিয়ে। রাজা তার মেয়ের জন্য সেখানে নতুন প্রাসাদ বানাবে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী রাজা বনের সব গাছ কেটে ফেলল। তারপর সেখানে বড় প্রাসাদ বানাল। ঢাক ঢোল, বাদ্য বাজনা বাজিয়ে রাজ কন্যার বিয়ে হয়ে গেল।

ঠিক এক বছর পরের ঘটনা। রাজার রাজ্য জুড়ে খুব খরা দেখা দিল। পানির অভাবে ঐ রাজ্যের মানুষ মারা যেতে লাগল। এমন কী রাজাও মারা গেল। এতে রাজকন্যা ও রাজার জামাই খুব কষ্ট পেল। কাঁদতে কাঁদতে রাজকন্যার ময়নার কথা মনে পড়ল। ময়নাকে রাজকন্যা অনেক খুঁজল, কিন্তু কোথাও পেল না। আর পাবেই বা কী করে? ময়না সে সময় আরেক রাজ্যে পানি আনতে চলে গিয়েছিল। উদ্দেশ্য নিজেরা পানি পান করবে, আর একটি চারা গাছকে বাঁচিয়ে রাখবে।

ময়না তার প্রয়োজনীয় পানি থেকে সব সময় অর্ধেক পানি রেখে দেয়। আর বাকি অর্ধেক পানি চারা গাছের গোড়ায় দেয়। এজন্য এত খরার মধ্যেও চারা গাছটি মরে নি।

গাছের উপর ময়নার এমন ভালোবাসা দেখে পরি খুব খুশি হল। পরি তার দুই পাখা মেলে উড়তে উড়তে ময়নার কাছে এল। ময়নার মাথায় হাত রাখল। তারপর বলল, ময়না শুধু তোমার জন্যই আমি এখানে এসেছি। তুমি শত কষ্টের মধ্য দিয়েও চারা গাছটিকে বাঁচিয়ে রেখেছ। এজন্য আমি খুব খুশি হয়েছি।

ময়না তখন বলল, পরি আপু, তুমি আমাদের বাঁচাও। শুধু তোমার কথা না শোনার জন্যই আমাদের আজ এই অবস্থা। এখন তুমি আমাদের বাঁচাও।

পরি এসেছে শুনে ঐ রাজ্যের সব মানুষ পরির কাছে এল। সবাই পরির কাছে মাফ চাইল। রাজ্যের সব মানুষ শপথ করল, তারা বেশি বেশি গাছ লাগাবে। রাজকন্যা শপথ করল গাছ লাগিয়ে দেশে নতুন নতুন বন গড়ে তুলবে।

মোঃ আবুল হাসান
শাপলা গণকেন্দ্র, বহেরা, দেবহাটা, সাতক্ষীরা
১২ বর্ষ: ৮ম সংখ্যা, আগস্ট ২০০৩

আলাপ এর পুরাতন সংখ্যা থেকে সংগৃহিত

ভেজাল সমাচার

ভেজাল বাড়িতে। ভেজাল শিক্ষা অংগনে। পিতা-মাতার ভেজাল শাসনে। তাই সন্তান হচেছ সন্ত্রাসী। শিক্ষকের ভেজাল শিক্ষায়; ছাত্রের ভয়ে শিক্ষক শংকিত। ভেজাল শিক্ষার ভেজাল পরীক্ষায় ভেজাল পাস। ভেজাল চাকরিতে ভেজাল কর্মকান্ড।

রাজনীতিতে ভেজাল। রাজনীতিবিদদের মধ্যে ভেজাল। তাইতো দেশ জুড়ে এত জন-দুর্ভোগ।

ভেজাল! ভেজাল! ভেজাল! সব কিছুতেই ভেজাল। ডালে ভেজাল! চালে ভেজাল! তেলে ভেজাল! তরকারিতে ভেজাল! চিনিতে ভেজাল!

ফলে ভেজাল! পানিতে ভেজাল! ভেজাল ছাড়া এখন আর এক পাও চলা যাচেছ না। ভেজালে গোটা দেশটাই ছেয়ে গেছে। পায়ের নিচের ধুলোকণা থেকে মাথার ওপরের চুল পর্যন্ত ভেজাল। চারিদিকে শুধু ভেজালেরই ছড়াছড়ি। ভেজাল ওষুধ খেয়ে রোগী মরছে। ভেজাল বিষ খেয়ে দুর্বল মানুষ চাংগা হচেছ।

মানুষের মধ্যে মায়া মমতায় ভেজাল। তাইতো ভাই ভাইকে, বন্ধু বন্ধুকে, সন্তান তার মা-বাবাকে খুন করছে। সংগীতে ভেজাল। তাইতো বিদেশি বেমানান সংগীতে আসর দখল। সংস্কৃতিতেও ভেজাল। তাই বিদেশি সাজ-পোষাকে বাঙালির পোষাকের বাহার। হাসিতে ভেজাল। কান্নায় ভেজাল। তাইতো একজনের সুখের হাসি অন্যের মনে হিংসা আনে। দুঃখের কান্নায় কারো মন গলে না।

আচরণে ভেজাল। তাইতো সুআচরণকে মানুষ দুর্বলতা ভাবে। কুআচরণকারী ব্যক্তির সমাদর বেশি। সৎ মানুষকে মানুষ বোকা ভাবে। অসৎকে ভাবে বুদ্ধিমান। দুর্নীতিবাজের শক্তি বেশি। সুনীতিবাজরা সমাজে দুর্বল। এসব কিছুই সমাজে ছড়ানো ভেজালের কারণে।

আবহাওয়াতেও ভেজাল। তাইতো বর্ষাকালে হয় খরা। শীতকালে হয় বৃষ্টি। বসন্তে পড়ে শীত। ফাল্গুনে এখন আর দখিনা বাতাস বয়

না। বনে বনে ফুল ফোটে না। কোকিল গান গায় না। ফুল ফোটে চৈত্র শেষের কাঠফাঁটা রোদে। কোকিল খেয়াল গায় রিমঝিম বাদলের দিনে। কাক ডাকবার জন্য এখন আর ভোরের দরকার হয় না। বিশেষ করে ঢাকা শহরে সারারাত ধরেই কাকেরা ভেজালের অধিকারের দাবিতে মিছিল করে গলা ফাঁটায়।

ভেজাল মাছ-মাংসে। মাছের আগের স্বাদ এখন কি আর আছে? আগেরকালের মাছের স্বাদের কথা মনে হলে এখনকার দিনের মাছের কাছে যেতেও গা ঘিন্ ঘিন্ করে। ফর্মালিনে মাছ হয়ে গেছে ভেজালের ডিপো। মহিষের মাংস ভেজালে গরুর মাংস হয়ে যায়। ভেড়ার মাংস হয়ে যায় খাসি।

শেষ পর্যন্ত দেখলাম, ভেজাল ছাড়া কোনো জিনিসই নেই এখন দেশে।

তবে একটা জিনিস আমি খুঁজে পেয়েছি যেটা এখনও নির্ভেজাল রয়েছে। অর্থাৎ যেটাতে এখনও কোনো ভেজাল নেই। সেটা হচ্ছে 'ভেজাল'। হ্যাঁ, এই ভেজাল নামক পদার্থটিতে কোনো ভেজাল নেই। সম্পূর্ণ নির্ভেজাল। একেবারে আদি ও অকৃত্রিম। তাই একটা স্বস্তি আর সান্ত্বনার নিঃশ্বাস ছেড়ে ভেজাল গলাটা ভেজাল করে ফাটিয়ে বলতে ইচ্ছা হয়–সবার উপরে ভেজাল সত্য, তাহার উপরে নাই। জয় মহারাজ ভেজালের জয়।

প্রশ্ন হলো আমরা কি এভাবে ভেজাল গাছের গোড়ায় পানি ঢেলে যাব? নাকি মূলসহ গাছটিকে সমাজ থেকে উপড়ে ফেলব? আসুন, ভেবে দেখি। আর সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে এগিয়ে যাই। নিজেদের বাঁচার জন্য ভেজালের বিরুদ্ধে কাজ করি।

আ শ ম বাবর আলী

২২ বর্ষ: ৮ম সংখ্যা, আগস্ট ২০০৩

আলাপে আগ্রহ সৃষ্টিকারী গল্প দেয়া যেতে পারে

মোছাঃ কল্পনা খাতুন
টিউটর, ইউনিক-২ প্রকল্প, খ্রীষ্টিয়ান কমিশন ফর ডেভেলপ ইন বাংলাদেশ (সিসিডিবি)
ম্ইদাম ভূষিভিটা,পাথ রডুবি, ভূরুঙ্গামারী, কুড়িগ্রাম

আলাপ পত্রিকা আমি ২০১৩ সাল থেকে পড়ছি। পত্রিকাটি বিশেষ করে ইউনিক-২ প্রকল্পের অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের মাঝে ব্যবহার করা হয়। পত্রিকাটি সহজ ভাষায় লেখা। এর বিষয় ভিত্তিক লেখা বাস্তব জীবনের জন্য খুব প্রয়োজনীয়। যেমন: বাল্য বিবাহ, শিশু পাচার, নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন, শিশু অধিকার ইত্যাদি। এগুলো পড়ে তা বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে পারছি। বাল্য বিবাহ হলে কী কী সমস্যা হয় আগে এব্যাপারে ভালো ধারণা ছিল না। আলাপ পড়ে বাল্য বিবাহ বিষয়ে নিজে জেনেছি। এখন অপরকে জানাচ্ছি। শিশু পাচার কীভাবে হয় তা জানতে পারছি এবং কীভাবে শিশুদের রক্ষা করা যায় তাও বুঝতে পারছি। কীভাবে সুস্থ্য থাকা যায় তাও আমরা জানতে পারছি এই পত্রিকাটি পড়ে। যেমন: কখন সাবান দিয়ে হাত পরিস্কার করতে হয়, কোন পানি পান করা উচিত ইত্যাদি। একজন শিশুর কী কী সুযোগ সুবিধা পাওয়ার কথা তাও জানতে পারছি এই পত্রিকার মাধ্যমে। পত্রিকাটিতে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করার মতো গল্প তুলে ধরা যেতে পারে। এছাড়া প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে লেখা প্রকাশ করা যেতে পারে।

আলাপে আমাদের ছবি আরো বেশি ছাপা হোক

মোসাঃ জিনিয়া খাতুন
সূর্যমূখি শিশু শিখন কেন্দ্র, সিএলসি কোড-১২২৩, পর্যায়ঃ দক্ষ, গ্রামঃ ইমামপুর, ইউনিয়নঃ মাহমুদপুর, মেলান্দহ, জামালপুর

আমার নাম জিনিয়া। সূর্যমুখি কেন্দ্রের দক্ষ শ্রেণিতে পড়ি। আমাদের ক্লাসে ছবি আঁকা শেখানো হয়। আমার আঁকা একটি ছবি আলাপ পত্রিকায় ছাপা হয়। আঁকা ছবি দেখে আমার খুব আনন্দ হয়। ক্লাসের সবাই ছবি দেখে আমাকে ভালো বলে। ক্লাসের আপা আমাদের ছবি আঁকতে উৎসাহ দেন। পত্রিকার ছবি আঁকার কথাটি আমি বাড়িতে আমার আব্বাকে বলি। তিনিও খুব খুশি হন। আমাকে দোয়া করেন। আমার খুব ভালো লাগে। আমি চাই আলাপ পত্রিকায় আমাদের ছবি আরো বেশি ছাপা হোক।

আলাপ টিউটরদের জন্য খুবই উপকারি

মোসাঃ মরিয়ম বেগম
টিউটর,
ডাম-মারিকো প্রকল্প
মেলান্দহ উপজেলা

আমি মরিয়ম বেগম। ডাম-মারিকো প্রকল্পের টিউটর। শ্রেণিকক্ষে আমি শিশুদের পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি নানান ধরনের সহ-শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করি। আলাপ পত্রিকা তার মধ্যে অন্যতম। কারণ আলাপ পত্রিকাটি নানা রঙে বৈচিত্র্যপূর্ণ। শিক্ষার্থীরা সহজে পড়তে পারে। শিশুদের লেখা ছড়া, আঁকা ছবি ছাপা হয়। তা দেখে তারা উৎসাহিত হয়। সচেতনতামূলক বিভিন্ন গল্পও ছাপা হয়। আলাপ পত্রিকাটির সব পাতা আমি প্রতি মাসে পড়ি। আমি শিক্ষার্থীদের পাঠদানের সময় আলাপ পত্রিকার শিক্ষণীয় গল্প উদাহরণ হিসেবে বলি। পত্রিকাটি টিউটরদের জন্য খুবই উপকারি। শিক্ষার্থীদের যুক্ত অক্ষর শেখাতেও খুব সহায়তা করে।

আলাপ পত্রিকার ধাঁধা আমার খুব মজা লাগে

মোঃ আকাশ মিয়া
সূর্যমূখি শিশু শিখন কেন্দ্র, সিএলসি কোড-১২২৩, পর্যায়ঃ অগ্রগামি, গ্রামঃ ইমামপুর, ইউনিয়নঃ মাহমুদপুর, মেলান্দহ, জামালপুর

আমি অগ্রগামি শ্রেনিতে পড়ি। আমার নাম আকাশ। আমি প্রতিমাসে আলাপ পত্রিকা পড়ি। আমি একদিন আলাপ পত্রিকার ঈদের আনন্দ নিয়ে একটি কবিতা পড়ি। কবিতাটি আমার ভালো লাগে। আমি কবিতাটি মুখস্থ করি। আমাদের গ্রামের একটি অনুষ্ঠানে আমি মাইকে এ কবিতাটি আবৃত্তি করি। নতুন ধরনের কবিতাটি শুনে সবাই আমার খুব সুনাম করে। হাফিজ স্যার জানতে চান, আমি কোথা থেকে আমি এ কবিতা শিখেছি। আমি বলি, আলাপ পত্রিকা থেকে শিখেছি। আলাপ পত্রিকার ধাঁধা আমার খুব মজা লাগে। আমি ও আমার বন্ধুরা এই ধাঁধা বড়দের জিজ্ঞাসা করি। এছাড়া এ পত্রিকা সহজে পড়া যায়। আমার নামের প্রথম অক্ষর আ, পত্রিকার নামও আ। আমার খুব ভালো লাগে।

আলাপে কর্মমূখী শিক্ষা বিষয়ক লেখা প্রয়োজন

অলকা চৌধুরী
মনিটরিং এন্ড এডভোকেসি অফিসার
কোডেক, রোড-২, প্লট-২, লেক ভ্যালী আ/এ
দক্ষিণ খুলশী, চট্টগ্রাম

বিগত প্রায় ১ বছর ধরে আমি আলাপ পত্রিকাটি নিয়মিত পড়ি। পত্রিকাটিতে বিভিন্ন ইস্যু ভিত্তিক ও সামাজিক সচেতনতামূলক লেখা ছাপা হয়। যা আমার কাছে খুবই ভালো লাগে। আলাপ সহজ ভাষায় লেখা এবং বিষয় সম্পর্কে সহজেই ধারণা পাওয়া যায়। এ সকল ধারণা ব্যাক্তিগত, সংসার জীবন ও সমাজ জীবনের জন্য খুবই উপকারী। এর মাধ্যমে পারস্পরিক মমত্ববোধ, দেশপ্রেম, বড়দের সম্মান করা, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়।আলাপে কর্মমূখী শিক্ষা নিয়ে লেখা খুবই দরকার। আমরা জানি নারীরাই পরিবারকে গুছিয়ে রাখে এবং মানবতার উন্নয়নে সহযোগিতা করে। এখানে নারীর ক্ষমতায়ন ও নারীদের উন্নয়ন বিষয়ে লেখা পাওয়া যায়। এ সকল উন্নয়ন সম্পর্কিত ধারণা থেকে নিজের স্বক্ষমতা জাগরিত হয়। পত্রিকার লেখাগুলো সহজবোধ্য। নিয়মিতভাবে পত্রিকার কপি বিনামূল্যে আমাদের সংলাপ কেন্দ্রে পাওয়া প্রয়োজন।

পত্রিকাটি শিশুদের কাছে খুব প্রিয়

মোঃ সোলাইমান হোসেন,
সিএমসি সভাপতি,মেঘনা শিশু শিখন কেন্দ্র,
সিএলসি কোড-১২৩৩,
গ্রামঃ বয়রাডাঙ্গা,
ইউনিয়নঃ নাংলা,
মেলান্দহ, জামালপুর

আমি মেঘনা কেন্দ্রে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। আমি আমার অবসর সময়ে কেন্দ্রের বিভিন্ন বই পড়ে থাকি। আলাপ পত্রিকা কেন্দ্রে নিয়মিত আসে। পত্রিকায় আহ্ছানউল্লা (র.) এর বিভিন্ন দর্শন নিয়ে লেখা আমি পড়ি। পত্রিকাটি শিশুদের কাছে খুব প্রিয়। শিশুরা আমাকে একদিন একটি মজার ধাঁধা জিজ্ঞাসা করে। আমি অবশ্য ধাঁধার উত্তরটা জানতাম। আমি জানতে পারি শিশুরা আলাপ পত্রিকা থেকে এ ধাঁধা শিখেছে। শিশুদের ছড়া ও আঁকা ছবি এ পত্রিকায় ছাপা হয়। । এটা খুব চমৎকার একটি বিষয়। আলাপ পত্রিকা শিশুদের সুকুমার বৃত্তি গঠনে ভালো কাজ করছে।

অভিভাবকরাও আলাপ পত্রিকার মাধ্যমে সচেতন

মর্জিনা খানম
টিউটর
ছরারকুল ডাম শিশু
শিখন কেন্দ্র বড়হাতিয়া,
লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

ডাম শিশু শিখন কেন্দ্রের শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ার পাশাপাশি তাদের লেখা কবিতা, ছড়া ও ছবি আলাপে প্রকাশের সুযোগ পায়। শিক্ষার্থীরা আলাপ পত্রিকা পড়ে আনন্দ পায়। তারা বাড়িতে গিয়ে মাকে আলাপ এর গল্পগুলো পড়ে শোনায়। অভিভাবকরাও আলাপ পত্রিকার মাধ্যমে সচেতন হন। সিএলসিতে মা সমাবেশে শিক্ষার্থীর মায়েরা আলাপ পত্রিকার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। আমি নিয়মিত আলাপ পত্রিকা পড়ি। পত্রিকাটিতে নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার তৈরির নিয়ম প্রকাশিত হয়। আমি নিজে সেগুলো তৈরি করি। আলাপ পত্রিকাটি স্বাস্থ্য ও পুষ্টিতে অবদান রাখছে।

আলাপ নিরক্ষর শ্রমিকদের পড়ালেখা করতে উৎসাহ জাগায়

রত্না মজুমদার
টিউটর
ওয়ার্কপ্লেস এডাল্ট
লিটারেসি প্রজেক্ট
ইয়াং এ্যান হ্যাট বিডি
লিমিটেড
ইপিজেড, চট্টগ্রাম

আমি ওয়ার্কপ্লেস এডাল্ট লিটারেসি প্রজেক্ট এ টিউটর হিসেবে কাজ করছি। আলাপ পত্রিকাটি আমি নিয়মিত পড়ি। পত্রিকার বানান রীতি আমার খুব পছন্দ। এত সহজ বানান পদ্ধতি আমি আর কোনো পত্রিকায় দেখিনি। আমার ক্লাসের সকল শিক্ষার্থী সাক্ষরতা বই-১ শেষ করার পরে সহজেই এ পত্রিকা পড়তে পারে। শিক্ষার্থীরা প্রতি মাসে যে দেয়াল পত্রিকা তৈরি করে, সেখানে আলাপ পত্রিকা খুব সাহায্য করে। পত্রিকাটি নিরক্ষর শ্রমিকদের পড়ালেখা করতে উৎসাহ জাগায়। এখান থেকে যারা সাক্ষর হয়ে গিয়েছে, তারাও সপ্তাহের শেষ দিনে লাইব্রেরিতে এসে আলাপ পত্রিকা পড়ে। পত্রিকার নানান রঙের ডিজাইনও খুব ভালো। পত্রিকার শিক্ষণীয় গল্প ও রচনা আমার খুব ভালো লাগে। এমন একটি পত্রিকা দীর্ঘদিন বেঁচে থাকুক এই আমার প্রার্থনা।

আলাপে সফলতার কাহিনী ছাপা হলে পড়ার আগ্রহ আরো বাড়বে

আলাপ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রকাশিত একটি সহজ ভাষার পত্রিকা। পত্রিকাটি বিগত দেড় বছর কেয়ার বাংলাদেশ, এডুকেশন প্রোগ্রামের আওতায় ছেলেমেয়েদের শিক্ষার মান উন্নয়ন বিষয়ক কর্মসূচিতে ব্যবহার করেছে।

আমরা বিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে আলাপ পত্রিকা পড়ার ব্যবস্থা করেছি। এ ছাড়াও কিশোর-কিশোরীদের জীবনমান উন্নয়ন বিষয়ক প্রোগ্রামের কিশোর-কিশোরী কেন্দ্রে আলাপ পত্রিকা পড়া হতো। লাইব্রেরি এবং কিশোর-কিশোরী কেন্দ্রে শিক্ষার্থীরা নিজে নিজে পড়তো। আবার একজন পড়তো অন্যরা শোনতো। পাশাপাশি কোনো কোনো বিষয় নিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতো এবং অভিজ্ঞতা বিনিময় করতো। তারা আলাপ পত্রিকার সবগুলো বিষয়ই পছন্দ করে। বিশেষ করে ইস্যু ভিত্তিক লেখা, যেমন যৌতুক প্রথা, মাদকদ্রব্য, শিশু অধিকার এবং বাল্য বিবাহ ইত্যাদি। এসকল বিষয় নিয়ে তারা আলোচনা করার সুযোগ পায়।

শিক্ষার্থীরা পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ে। নিজেরা আবার তেমন করে লেখার চেষ্টাও করে। এ থেকে বুঝা যায় যে আলাপ পত্রিকাটি পড়ে পাঠকগণ পরিস্কার ধারণা পাচ্ছে।

আলাপ পত্রিকার শক্তিশালী দিক হলো প্রতি মাসেই সময় উপযোগী নির্দিষ্ট ইস্যু নিয়ে লেখা। আলাপ কিশোর-কিশোরীদের জন্য একটি মানসম্মত পত্রিকা। যেখানে বিনোদনের মধ্য দিয়ে তাদের চিন্তা ও আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সাহায্য করে। আমার মনে হয় পত্রিকাটিতে কিশোর-কিশোরীদের সফলতার কাহিনী প্রকাশ করা হলে পত্রিকাটি পড়ার আগ্রহ আরো বেড়ে যাবে।

দীপু মাহমুদ
প্রজেক্ট ম্যানেজার, গ্লোবাল এলায়েন্স ফর ইমপ্রুভড্ নিউট্রিশন

এই পত্রিকা থেকে পাওয়া ধারণা নিত্য দিনের কাজে লাগে

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রকাশিত আলাপ পত্রিকাটি আমাদের কিশোরী সংলাপ কেন্দ্রে বিগত ৫ বছর ধরে ব্যবহার হচ্ছে। পত্রিকাটির ভাষা সহজ এবং কিশোর-কিশোরীদের বয়স উপযোগী করে লেখা। শিক্ষার্থীরা পত্রিকাটি দলীয়ভাবে পড়ে আবার অনেকে একা একা পড়ে। আলাপ পাঠ করে অর্জিত ধারণা নিত্য নৈমিত্তিক কাজে ব্যবহার করা যায়। পত্রিকাটির গঠন, রং ও ছবি সুন্দর। আজকের কিশোর-কিশোরীরা আগামীতে সংসার জীবনে প্রবেশ করবে। তাই সংসার জীবনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে নিয়মিত লেখা থাকা প্রয়োজন। আমাদের দেশকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে পরিবার ও সমাজে সুসম্পর্ক থাকা এবং নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বিষয়ক লেখা প্রকাশ করা প্রয়োজন।

রতন চক্রবর্তী
প্রকল্প সমন্বয়কারী, কোডেক, ৩৭৩ লুসিয়ানা বিল্ডিং
মধ্য বাহারছড়া, কক্সবাজার

আলাপের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে দেশের অসংখ্য স্বল্প–সাক্ষর মানুষ

আলাপ পত্রিকাটি আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউএসসি কানাডা–বাংলাদেশ এর কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রে ২ বছর ব্যবহার করেছে। যার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীর সাক্ষরতা দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্য প্রদান করা। স্বল্প সময়ে পত্রিকাটি পাঠকদের তথ্য প্রাপ্তির উপকরণ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সহজ ভাষায় লেখার ফলে শিক্ষার্থীর কাছে প্রতিটি বিষয় হয়ে উঠেছে বোধগম্য। তারা এই পত্রিকা থেকে পেয়েছেন প্রয়োজনীয় তথ্য, বাড়িয়েছেন নিজেদের পঠন ক্ষমতা। পত্রিকাটি প্রকাশের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে বাংলাদেশের অসংখ্য স্বল্প–সাক্ষর মানুষ। আলাপ পত্রিকায় দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা, বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য, ছড়া, ধাঁধা, গল্পসহ শিক্ষার্থীর লেখা স্থান পায়। এতে পাঠকরা একদিকে নিজেরা লেখার সুযোগ পায় ফলে পড়ার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। পত্রিকার প্রতিটি বিষয় ছোট পরিসরে হলেও পাঠকগণ বিষয় সম্পর্কে পরিস্কার ধারনা লাভে সমর্থ হন। পাশাপাশি বিষয়ভিত্তিক অলংকরণ পাঠকে আরও বেশি প্রাণবন্ত করে তুলে। দীর্ঘ সময়ে পত্রিকাটি পাঠককে কতটুকু দিতে পেরেছে, সুনির্দিষ্টভাবে তা বলা মুশকিল। তবে এটুকু বলা যায়, ভারি ভারি বইয়ের আড়ালে পত্রিকাটি নিরবে যে ভূমিকা রেখেছে, একমাত্র পাঠকের পক্ষেই তার মূল্যায়ন সম্ভব।

সব্যসাচী সিনহা
সাক্ষরতা ও উন্নয়ন কর্মী

আলাপ পড়ে শিক্ষার্থীরা অনেক বিষয়ে সচেতন হয়েছে

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রকাশিত আলাপ পত্রিকাটি ২০০৭ সাল থেকে সিসিডিবি ব্যবহার করে আসছে। বর্তমানে ইউনিক-২ প্রকল্পে ব্যবহার করা হচ্ছে। পত্রিকাটি শিশু শিখন কেন্দ্রে শিক্ষার্থীরা বৃহস্পতিবারে গল্পের ক্লাসের সময় পড়ে থাকে। আবার কিছু শিক্ষার্থী বাড়িতে নিয়েও পড়ে। তাছাড়া অভিভাবক সভায় পত্রিকটির ইস্যু ভিত্তিক লেখা পড়ে শুনানো হয়। পত্রিকাটি সহজ ভাষায় লিখা। তাই তারা সহজে পড়তে পারে এবং প্রকাশিত বিষয় সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা পাচ্ছে। পত্রিকাটি ইউনিক-২ প্রকল্পের অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের জন্যও ব্যবহার করা হয়। প্রকল্পের শিক্ষার্থীরা অতি দরিদ্র পরিবারের। দারিদ্রতার কারণে তারা স্কুল থেকে ঝরে পরে। তাই শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করার মতো গল্প তুলে ধরা যেতে পারে।

মোঃ বাবুল করিম
এলাকা ব্যবস্থাপক, ইউনিক-২ প্রকল্প,
খ্রীষ্টিয়ান কমিশন ফর ডেভেলপ ইন বাংলাদেশ (সিসিডিবি)

আলাপে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক লেখা প্রকাশ করা উচিত

আলাপ ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন প্রকাশিত সহজ ভাষার পত্রিকা। পত্রিকাটি ২০০৭ সাল থেকে সিসিডিবি ব্যবহার করে আসছে। পত্রিকাটি প্রকল্পে এবং শিক্ষা সহায়ক কেন্দ্রে ব্যবহার করা হচ্ছে। আলাপ পত্রিকাটি একটি সচেতনতা মূলক পত্রিকা। তাই শিক্ষার পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রে পত্রিকাটি পড়তে উৎসাহিত করা হয়। পত্রিকাটি পড়ার ফলে শিশুর সার্বিক বিকাশ বৃদ্ধি পেয়েছে। সৃজনশীলতা বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি তারা বিভিন্ন সচেতনতা মূলক কর্মকান্ডে জড়িত থাকছে। এমনকি শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়ছে। পত্রিকটির ইস্যু ভিত্তিক লেখার পাশাপাশি শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক লেখা, সফল কিছু ঘটনা এবং বিজ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তি বিষয়ক লেখা প্রকাশ করার সুপারিশ করছি।

সুকমল টপ্য
টেকনিক্যাল অফিসার, ইউনিক-২ প্রকল্প
খ্রীষ্টিয়ান কমিশন ফর ডেভেলপ ইন বাংলাদেশ (সিসিডিবি),
ফুলবাড়ী, দিনাজপুর

আলাপ এর ৫৫ বছর

বিভিন্ন বছরে প্রকাশিত আলাপ এর কয়েকটি প্রচ্ছদ

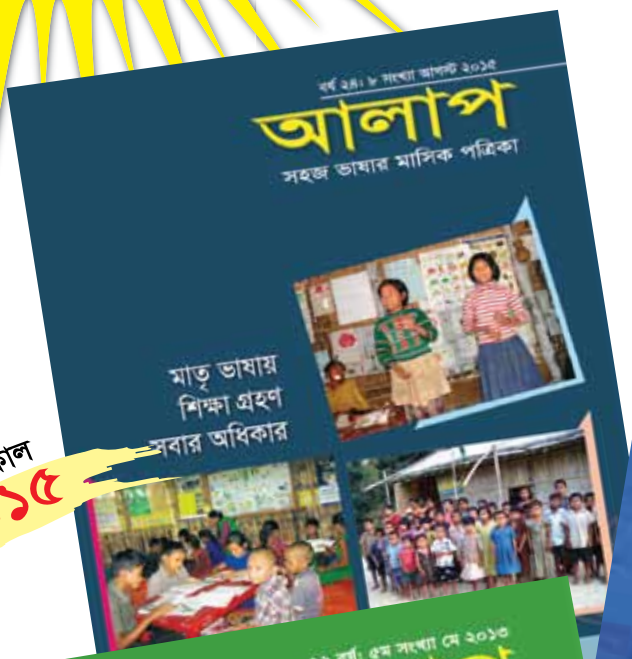

প্রকাশকাল ২০১৫

প্রকাশকাল ২০১২

প্রকাশকাল ২০১৩

প্রকাশকাল ২০১৬

সহজ ভাষার মাসিক পত্রিকা

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

আলাপ এর ২৫ বছর

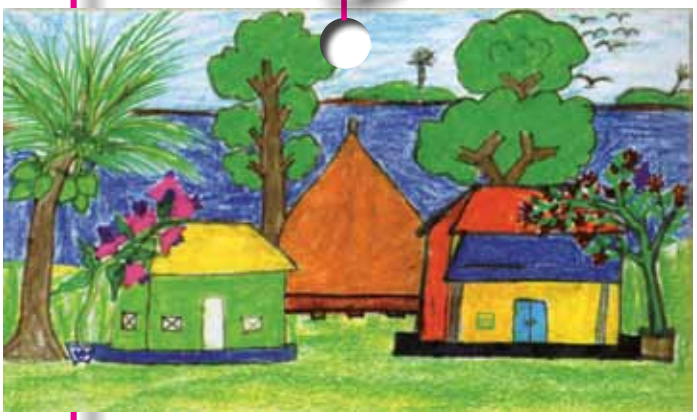

ছবি: ফারজানা আক্তার, কোড- ৬১৬, রায়পুর, নোয়াখালী, নভেম্বর ২০১৫

ছবি: নাহিদা আক্তার, রোল- ১৫, শ্রেণি- ৭ম, জ্যোতি, সিএলসি, মার্চ ২০১৩

আলাপ পত্রিকা নিয়মিতভাবে ওয়েব সাইটে দেখতে পাবেন। এজন্য ক্লিক করুন...

www. ahsaniamission.org.bd

সম্পাদক কর্তৃক ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, বাড়ি ১৯, সড়ক ১২, ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯ থেকে প্রকাশিত

ফোন: ৮১১৯৫২১-২২, ৯১২৩৪০২, ৯১২৩৪২০, ৮১১৫৯০৯

The ALAP- Monthly Easy to Read News Letter, Published by Dhaka Ahsania Mission